বিভিন্ন রচনার তথ্য

রচনার নাম	কবির নাম	রচনাকাল	অন্যান্য তথ্য
সংনেহয় রাসয়	অব্দর রহমান		*অপভ্রংশে লেখা*
চান্দায়ন	মহঃ দাউদ	১৪৩৯ খ্রিঃ	*হিন্দি অবধীতে লেখা*
মৃগাবতী	কুতবন	১৫১২ খ্রিঃ	*হিন্দি অবধীতে লেখা [কাব্য রচিত হয় গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের আশ্রয়ে]*
যামিনীভান	করিমুল্লা	আনু. অষ্টাদশ শতক	
মধুমালতী	সৈয়দ হামজা	১৮০৬ খ্রিঃ	
মধুমালা-মনোহর	সাকের মামুদ	১৭৮১ খ্রিঃ	
আম্বিয়াবাণী	হেয়াৎ মামুদ	১৭৫৮ খ্রিঃ	
জঙ্গনামা	হেয়াৎ মামুদ	১৭২৩ খ্রিঃ	
হিতজ্ঞানবাণী	হেয়াৎ মামুদ	১৭৫৩ খ্রিঃ	
সত্য-কলি-বিবাদ-সম্বাদ	মোহম্মদ খান	১৭৪২ খ্রিঃ	
আমীর জঙ্গনামা	মনসুর		
জঙ্গনামা	গবীবুল্লা	অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি	*[কাব্যটি সমাপ্ত করেন সৈয়দ হামজা, ১৭৯২ খ্রিঃ]*
শহীদে কারবালা	সাদ আলী ও আব্দুল ওহাব		
সংগ্রাম হুসন	হামিদ		
দাস্তান শহিদে কারবালা	মুন্সী এছহাক্উদ্দিন	১৩৬৪	
শাহাদতনামা	মুন্সী মাজহার আলী	১৩৩৬	
ছহি বড় জঙ্গনামা	শেখ ইয়াকুব	১৩৬৮	
আসল সহিদে কারবালা	শেখ মুহম্মদ আলী	১৩১৯	
ওফাতে রসুল	সৈয়দ সুলতান	১২০৯	
ওফাত নামা	আব্দুল কাদের	১৩২৬	
নূরনামা-হুলিয়ানামা	মহম্মদ খাতের	১৩৬৩	
ছহি বড় এমাম চুরি	মুন্সী ফকির মহম্মদ	১৩৬০	
আফৎনামা	রাধাচরণ গোপ	১২৩৪	
ইমামের কেচ্ছা	রাধাচরণ গোপ	১২৩৪	

প্রণয়োপাখ্যানঃ

১. মনোহর-মধুমালতী উপাখ্যান – প্রেমের আখ্যান। মনোহর হল কঙ্গিরা-রাজ সূর্যভান ও রানি কমলাসুন্দরীর সন্তান। অন্যদিকে মধুমালতী হল মহারস রাজ্যের রাজা বিক্রমঅভিরাম ও রানি রূপমঞ্জরীর কন্যা।

এই আখ্যানের কবি –

১. মুহম্মদ কবীরঃ কবি ছিলেন চট্টগ্রামের অধিবাসী। এই আখ্যান্যের তিনিই প্রাচীন কবি হিসেবে স্বীকৃত। কাব্য রচনাকাল আনুমানিক ১৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দ। তবে কবির কাব্য রচনাকাল নিয়ে নানা সংশয় আছে।

২. সৈয়দ হামজাঃ হুগলির উদনা নিবাসী। কাব্যের নাম 'কেচ্ছা মধুমালতী'। কাব্য রচনাকাল আনুমানিক ১৭৮৮-৮৯ খ্রিষ্টাব্দ।

৩. সাকের মাহমুদঃ রংপুর অঞ্চলের কবি। বাইশ বছর বয়সে ১৭৮১-৮২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কাব্য রচনা করেন।

৪. গোপীনাথ দাসঃ চট্টগ্রামের কবি। কাব্যের নাম 'মালতী-মনোহর'। আনুমানিক ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর কাব্য রচিত হয়।

৫. জোবেদ আলীঃ বিশ শতকের প্রথম দিকে তিনি 'মধুমালা কেচ্ছা' নামে কাব্যটি রচনা করেন।

৬. নূর মহম্মদঃ খণ্ডিত রচনা। কাব্য নাম – 'মদনকুমার মধুবালা'।

২. লায়লী-মজনু উপাখ্যানঃ

এই আখ্যানের কবি –

১. দৌলত উজীর বাহরাম খানঃ কবির পূর্বপুরুষ হামিদ খান গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের প্রধান সচিব ছিলেন। কবি নিজাম শাহের দৌলত উজীর থাকাকালে 'লায়লী-মজনু' রচনা করেন। সময়কাল ১৫৪৩ খ্রিঃ থেকে ১৫৫৩ খ্রিষ্টাব্দ।

এছাড়া মুহম্মদ খাতের, জহিরুল হক, ওয়াজেদ আলী লায়লী-মজনু আখ্যান কাব্য রচনা করেছেন। অন্যদিকে গদ্যে এই বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন – মহেশচন্দ্র মিত্র, শেখ ফজলুল করিম, শাহাদাৎ হোসেন, মীর্জা সোলতান আহমেদ, দ্বারকানাথ রায়। রাজকৃষ্ণ রায় এই বিষয় নিয়ে নাটক লিখেছেন।

মনে রাখুন, কবি দোনাগাজীর লেখা কাব্যটি বাংলায় রচিত সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জমাল উপাখ্যানের সর্ব বৃহৎ কাব্য।

জঙ্গনামা বা যুদ্ধকাব্যঃ

এই আখ্যানের কবি –

১. গেয়াস খানঃ আঠারো শতকে চট্টগ্রামের কবি। তিনি আমীর হামজার দিগ্বিজয় বৃত্তান্ত রচনা করেন। কাব্যের নাম 'হামজার বিজয়'।

২. আবদুন নবীঃ কবির কাব্যের নাম আমীর হামজা বা 'হামজার বিজয়'। কাব্যটি ১৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়।

৩. দৌলত উজীর বাহরাম খানঃ কারবালা যুদ্ধ বিষয়ে লেখা কবির কাব্যের নাম 'ইমাম বিজয়'। কাব্যটি ১৫৪৩ খ্রিঃ – ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লিখিত।

৪. মুহম্মদ খানঃ কারবালা যুদ্ধ বিষয়ে লেখা কবির 'মক্তুলহোসেন' এই বিষয়ক শ্রেষ্ঠ কাব্য। আকারেও বৃহৎ। জানা যায়, কবি তাঁর পীর সৈয়দ সুলতানের অভিপ্রায়ক্রমে কাব্যটি লেখেন। কাব্যের রচনা সমাপ্তিকাল ১৬৪৬ খ্রিষ্টাব্দ।

৫. কবি হামিদঃ ফারসি মক্তুলহোসেন অবলম্বনে 'হোসেনসংগ্রাম' রচনা করেন। যদিও কবি প্রদত্ত কাব্যনাম 'সংগ্রাম হোসেন'। কবি তাঁর পীর শাহ তামাসের প্রেরণায় কাব্য রচনা করেন।

এছাড়া হায়াত মামুদ, জাফর, আব্দুল আলিম, নজর আলী প্রমুখ কবি এই বিষয়ক কাব্য রচনা করেছেন।

ধর্মসাহিত্যঃ

১. শেখ পরাণঃ কবির রচিত কাব্য – 'কায়দানী কেতাব' ও 'নূরনামা'। প্রথমটিতে ওজু, নামাজের ফরজ, গোসলের ফরজ, ওজুদের নাম ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে।

২. শেখ মুত্তালিবঃ শেখ পরাণের পুত্র। রচিত কাব্যের নাম 'কায়দানী কেতাব'।

৩. আশরাফঃ রচিত গ্রন্থের নাম 'কিফায়তুল মুসলেমিন'। গ্রন্থে বিভিন্ন নামাজের ফজলিয়ত বর্ণনা করা হয়েছে।

NilChatterjee

৪. ইউসুফ গদাঃ গ্রন্থের নাম 'তোফাতুননেসায়েহ'। এই গ্রন্থে ফরজ, সুন্নত ও শিষ্ঠাচার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থের রচনাকাল ১৩৯২-১৩৯৩ খ্রিষ্টাব্দ।

৫. আব্দুল হাকিমঃ গ্রন্থের নাম শাহাবউদ্দীননামা বা নসিয়তনামা। এই গ্রন্থে নামাজ, রোজা, নারীর ইজ্জত, বিদ্যা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৬. আফজল আলীঃ চট্টগ্রামের কবি। কবির পীর শাহ্ রুস্তমের আদেশে 'নসিহতনামা' নামে গ্রন্থটি রচনা করেন। কাব্যে তামাক সেবনের কুফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চরিত সাহিত্যঃ

১. সৈয়দ সুলতানঃ চট্টগ্রাম নিবাসী এই কবিকে 'আদ্যগুরু কল্পতরু' বলে উল্লেখ করেছেন 'আজরশাহ-সমনরোখ' –এর কবি মুহম্মদ চুহর। কবির কাব্যের নাম 'নবীবংশ'। কাব্য রচনার সূচনাকাল ১৫৮৪-১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দ।

২. শেখ চান্দঃ সপ্তদশ শতকের কবি। নবীবংশের আদলে 'রসুল-নামা' রচনা করেন। গ্রন্থটি হযরত মহম্মদের চরিতগ্রন্থ।

৩. শেখ মনোহরঃ অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে কবি রচনা করেন 'শমশের গাজীনামা'। এই গ্রন্থে নোয়াখালির শমশের গাজীর কীর্তি-কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

৪. মুহম্মদ উজির আলীঃ কবির লেখা গ্রন্থের নাম 'নস্‌লে উসমান ইসলামাবাদ বা শাহনামা'। মুসলিমদের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানের বংশ পরম্পরা বিষয়ে লেখা।

৫. নুরুল্লাহঃ গ্রন্থের নাম 'সিফৎনামা'। গ্রন্থে স্থানীয় ধনবান ও প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তি যেমন জুমন, সফর আলি, আশরফ প্রমুখদের মাহাত্ম্য কথা বলা হয়েছে।

Nil Chatterjee